সম্প্রসারণ বার্তা

২ নগরে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য .....

৩ সিলেটে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও কৃষক .....

৫ কুমিল্লায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের....

৬ কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বিটি বেগুন ও ভার্মিকম্পোস্ট.....

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯তম বর্ষ ■ নবম সংখ্যা ■ পৌষ-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার ও সবজি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন

সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও পুষ্টিগুণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে শুরু হয় 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭'। মেলা চলে ০৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলার উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এমপি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সবজি উৎপাদনে দেশে বিপ্লব ঘটেছে। সবজি উৎপাদনের এ অর্জন ও সফলতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। সবজি উৎপাদনে কৃষি বিভাগ অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষি সম্প্রসারণে উদ্ভাবনী সেবার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণে উদ্ভাবনী সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি সম্প্রসারণে উদ্ভাবিত মোবাইল অ্যাপভিত্তিক তিন সেবার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। রাজধানীর খামারবাড়ি আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটরিয়ামে ০৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এ সেবার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, (৪র্থপৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষিসংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী সমন্বয় করা দরকার- কৃষিমন্ত্রী

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

'চেঞ্জিং সিনারিও অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কৃষিসংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা থাকলে তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী সমন্বয় করা দরকার বলে মন্তব্য করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। তিনি বলেন 'সব অ্যানালাইসিসের সঙ্গে আমরা একমত হবো না, আবার সব অ্যানালাইসিস বাদ দিয়ে দেবো তাও না। কিছু দ্বিমত থাকবে। (৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

নগরে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

২৭/১১/২০১৬ তারিখ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে নগরে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, মৎস্য ভবন, রমনা পার্ক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, হাইকোর্ট ও কাকরাইল মসজিদের মাঝখানে অনেক বড় একটা রাউন্ড এবাউট ছিল। রাউন্ড এবাউট থাকলেও সেটা আমাদের কোনো উপকারে আসেনি, কারণ পুরো জায়গা জুড়ে কতগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয়েছিল। ইউক্যালিপটাস গাছ মাটিকে শুষ্ক করে, গাছে পাখি বসে না এবং এ গাছের আশপাশে অন্যান্য গাছে গুটি ও ফল হয় না। সে সময়ে শহরের নগরপরিকল্পনাবিদ ও কৃষিবিদদেরও এজন্য তিনি সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, এ অবস্থার পরে আজকে রাউন্ড এবাউটটা ছোট হয়েছে কিন্তু অন্তত একটা তালগাছ আছে যার সয়েল বন্ডিং পাওয়ার সবচেয়ে বেশি।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যে ডিভাইডারগুলো আছে এখানে কিছু কিছু গাছ দেয়া হয়েছে তারও কোনো পরিকল্পনা নাই। তিনি ডিভাইডারগুলোকে সোজাভাবে উঠে যায় এ ধরনের গাছ অথবা একই সাথে সুগন্ধ বিলায় ও অনেক বেশি পাতা এ ধরনের গাছ রোপণের পরামর্শ দেন। আবাসিক ভবনগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউকের মনিটরিং বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন কোনো রকম ফাঁকা স্থান না রেখে একটি ভবনের গাঁ ঘেষেই আরেকটি ভবন নির্মিত হলে নগরীকে সবুজায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য ওয়ার্ড কমিশনার, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও এনজিওদের এ বিষয়ে সংযুক্ত করে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও আমাদের যারা অবসরপ্রাপ্ত কৃষিবিদ আছেন এবং অবসর জীবযাপন করছেন তারা যদি সমন্বিতভাবে একটা উদ্যোগ নেন তারা অনেককে এ ব্যাপারে ভালো উপদেশ দিতে পারবেন ও গাইড করতে পারবেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আগে ঢাকার বহু বাড়িতে মৌমাছির বাসা থাকলেও গাছ ও ফুলের অভাবে মৌমাছিও এখন আর বাসা করে না। তিনি বলেন, সবাই মিলে যদি আমরা উদ্যোগ নেই, সচেতনতা বৃদ্ধি করি তাহলে আজকে আমাদের আরবান হর্টিকালচার প্রোডাকশন এবং নিউট্রিশন সিকিউরিটি সার্থক হবে। জাপানের উদাহরণ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, টোকিও শহরে দেড় ডিগ্রি দিনের তাপমাত্রা কমাতে সক্ষম হয়েছে কেবল আরবান হর্টিকালচারের মাধ্যমে।

কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. কামাল উদ্দীন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজউকের চেয়ারম্যান বজলুল করিম চৌধুরী কর্মশালায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. মাইক রবসন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এফএও এর জাতীয় কনসালট্যান্ট ড. অনিল কুমার দাশ।

শেষ হলো জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে শেষ হলো তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই মেলার সমাপনী দিন ছিল শনিবার (০৭ জানুয়ারি)। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপি। তিনি বলেন, আমাদের আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। তারপরও আমরা সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির বিবেচনায় বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের গবেষক ও কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় আর কৃষিবান্ধব সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনার কারণে। তিনি উল্লেখ করেন, এক সময় আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি ছিলাম, এখন আমরা সবজি ভাতে বাঙালি। মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে এবং দর্শনার্থীদের চাহিদার কথা উল্লেখ করে বলেন, শহর এলাকায় বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় সবজি চাষের জন্য দর্শনার্থীরা যাতে মেলায় এসে জৈবসার, মাটির টব, চারা ক্রয় করতে পারে, সেজন্য মেলায় একটা নির্দিষ্ট কর্নার করে সেগুলো বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ, বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি উৎপাদন, মানসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের দিকে নজর দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মো. কুদরত-ই-গনী।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সবজি চাষে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, জেলা ও মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার হিসেবে ছিল ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ টাকা। ২০১৬ সালে শাকসবজি আবাদে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে প্রথম হয়েছেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার মো. আবু হানিফ মোড়ল। দ্বিতীয় হয়েছেন পাবনা ঈশ্বরদী উপজেলার মো. আবদুল বারী। তৃতীয় হয়েছেন পাবনা ঈশ্বরদী উপজেলার মোছা. বেলী বেগম। এছাড়াও বাড়ির ছাদে শাকসবজি আবাদে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে ঢাকার গুলশান এলাকার এ এ কামরুজ্জামানকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরিবেশবান্ধব জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ময়েনপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে সবজির চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদানের জন্য জেলা পর্যায়ে প্রথম দিনাজপুর, দ্বিতীয় টাংগাইল ও তৃতীয় হয়েছে ময়মনসিংহ জেলা। জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যৌথভাবে দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং তৃতীয় হয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস। বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম হয়েছে লাল তীর সীড লিমিটেড, দ্বিতীয় হয়েছে এসিআই এবং তৃতীয় হয়েছে মেটাল এগ্রো লিমিটেড। মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সব স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় মোট ৪৭টি স্টল অংশগ্রহণ করে। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিল 'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান'।

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. মকবুল হোসেন, এমপি

সিলেটে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও কৃষক সমাবেশের আয়োজন

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেছেন, একটি সুন্দর সুবর্ণময় শিশির ভেজা স্নিগ্ধ সকালে উজ্জ্বল কৃষি প্রযুক্তি ও তারুণ্যদীপ্ত কৃষি উদ্যোক্তাকে দেখে আমি গর্বিত, আমি বিমোহিত। এ আমার অহংকার'। গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকালে জনাব মো. আব্দুল আহাদ শাহীন, দক্ষিণ সুরমা, সিলেটের ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন খামার ও আদর্শ কৃষি সবজির মডেল মাঠ ডিএই মহাপরিচালক পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি উপজেলা কৃষি অফিস, দক্ষিণ সুরমা, সিলেটের আয়োজনে কৃষকের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত এলাকার গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কৃষকরা বলেন, সবুজ কৃষিতে সিলেটকে রাঙাতে চাই। তাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, কোল্ডস্টোরেজ দরকার। তাছাড়া এ এলাকায় প্রচুর বর্গাচাষি রয়েছে। বর্গাচাষিদের কৃষি ঋণের আওতায় আনার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি সদয় আহ্বান জানান। এ সময় আরোও উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কৃষ্ণ চন্দ্র হোড়, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট; কৃষিবিদ মো. আবুল হাসেম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট; কৃষিবিদ মো. ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প; কৃষিবিদ মো. জিয়াউর রহমান, মনিটরিং অফিসার, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তারা। মতবিনিময় সভার উপস্থাপনায় ছিলেন কৃষিবিদ আবাহন মজুমদার, উপজেলা কৃষি অফিসার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

সিলেটে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক, ডিএই, কৃষিবিদ হামিদুর রহমান

বাগেরহাট রামপালের কালেখারবেড় আইএফএমসির কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

২১/১১/২০১৬ ইং তারিখ বেলা ১১টায় রামপাল উপজেলার কালেখারবেড় আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আ. হান্নান ডব্লিউ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক আইএফএমসি প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর মো. সোহরাব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ বাগেরহাট মো. আফতাব উদ্দিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, রামপাল, বাগেরহাট শংকর কুমার মজুমদার, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনা এম এম আব্দুর রাজ্জাক ও মো. আকরাম হোসেন। মাঠ স্কুলের কৃষি কারিগরি দিক তুলে ধরেন উপজেলা কৃষি

আইএফএমসির মডেল পরিদর্শন করছেন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর মো. সোহরাব হোসেন, উপপরিচালক, ডিএই, বাগেরহাটসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তা। ভূমিহীন গ্রুপের সবজি, ফল, হাঁস-মুরগি, গরু, মাছ চাষ নিয়ে বক্তব্য রাখেন দেবব্রত চক্রবর্তী, কল্পনা মণ্ডল প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি উপপরিচালক, ডিএই, বাগেরহাট বলেন, বাংলাদেশের কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের বাজার এখন বিশ্ববাজারে পৌঁছেছে। আমাদের দেশের বিষমুক্ত আম বিশ্বের মানুষের কাছে সমাদৃত। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের আমলে কৃষির স্বর্ণালী যুগ চলছে। বিশেষ অতিথি আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার এম এম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাশে থেকে প্রচার প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বেতার, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা বিশেষ করে বুকলেট লিফলেট, কৃষিকথার মাধ্যমে চাষিদের কাছে কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

প্রধান অতিথি আইএফএমসি প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর মো. সোহরাব হোসেন বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন গ্রুপের চাষিদের বীজ, সারসহ অন্যান্য সাপোর্ট দিয়ে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পেরেছে। বসতবাড়িতে স্থাপিত বিভিন্ন ফসলের চাষ করে ট্রায়ালের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া যাচ্ছে। চাষাবাদ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ ও যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে চাষিরা পুষ্টি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আ. হান্নান পরিবেশবান্ধব কৃষি উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মাঠ দিবসে প্রায় দুই শতাধিক চাষি উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'একটি পাহাড় একটি বাড়ি' কার্যক্রমের আওতায় এক মাঠ দিবস আজ ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার পৌরসভা ব্লকের বিলাইছড়ি পাড়ায় অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রমনী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এ কে এম হারুন-অর-রশিদ। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সুগার ক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাঙ্গামাটি অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া মাঠ দিবসে এলাকার কার্বারি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রদর্শনীভুক্ত কৃষক-কৃষাণীসহ এলাকার অন্যান্য কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা বলেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে পাইলট আকারে একটি পাহাড় একটি বাড়ি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের সফলতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় এ ধরনের কার্যক্রম আরও গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তিনি উপকারভোগী কৃষকরা যাতে যথাযথভাবে প্রদত্ত মুরগি, ছাগল, (৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭ এর উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশ বারো মাস সবজি উৎপাদনের অনুকূলে রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমরা ৯৬ সালে হাইব্রিডের প্রচলন করে বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হই। কিন্তু সেই সময়ে হাইব্রিড ফসল প্রচলনের জন্যই আজ আমরা সারা বছর সবজিসহ বিভিন্ন ফসল পাচ্ছি। এর সুফল পাচ্ছে এ দেশের কৃষক ও মানুষ। জিএমও ফসলের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে আমরা জিএমও ফসলের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করি। জিএমওর বিষয়ে আমরা স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাবো। জিএমওর আবিষ্কার ও সুফল আস্তে আস্তে জনগণ পাবে। আমরা কীটনাশক খাবো, না জিএমও খাবো এটা আমাদের ভাবতে হবে। মন্ত্রী বলেন, আসুন আমরা সবুজ মাঠ নিয়ে লড়াই করি, শিক্ষা নিয়ে লড়াই করি, জঙ্গিবাদ নিয়ে নয়। বাংলার মানুষ সামনের দিকে যাবে, পশ্চাতে নয়।

কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আযাদ। 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় নিরাপদ সবজি চাষ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ড. শাহাবুদ্দিন আহমদ। সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বরেণ্য কৃষিবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, গবেষক, কৃষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৭-এর প্রতিপাদ্য-'সুস্থ সবল স্বাস্থ্য চান, বেশি করে সবজি খান'। দেশে দ্বিতীয়বারের মতো বড় আকারে সবজি মেলার আয়োজন করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল র‍্যালি, সেমিনার, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রায় ৪৮টি স্টল অংশগ্রহণ করে।

কৃষি সম্প্রসারণে উদ্ভাবিত সেবার উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৯৬ সালে আমরা যে কৃষি জমি পেয়েছিলাম বর্তমানে সে পরিমাণ অনেক কমেছে, জনসংখ্যাও বেড়েছে। তারপরও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর কৃষকের পরিশ্রমে আমরা খাদ্য উৎপাদনে অনেক এগিয়েছি। তিনি বলেন, কৃষকের কোনো সমস্যা হলে তা প্রতিকারের জন্য আমাদের কৃষি অফিসারের কাছে আসে। আমরা চাই মাঠপর্যায়ে যে অফিসার আছেন তারাও আন্তরিকতার সঙ্গে কৃষকদের সেবা দেবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকবান্ধব উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শহরের কিছু মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করছেন তা নয়, এটুআইয়ের মাধ্যমে বাংলার কৃষককে তিনি বিজ্ঞান মনস্ক করছেন। এখানে তার যে দূরদৃষ্টি, চিন্তা তার সফলতা আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষক ভোগ বা অনুভব করছে। তিনি উল্লেখ করেন, খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে ২০১৫ সালে খাদ্য নিরপত্তায় বাংলাদেশের সফলতা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্য সর্বোচ্চ। খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। ধান উৎপাদনে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আমাদের কৃষকদেরও অনেক বেশি উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে। আমাদের কৃষক নিজেই অনেক কিছুর উদ্ভাবক।

কৃষি সম্পসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক শেখ ইউসুফ হারুন, এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী।

উদ্ভাবনী তিন সেবার মধ্য রয়েছে কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কৃষকের জানালা ও বালাইনাশক নির্দেশিকা। এই তিন উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে কৃষকরা ঘরে বসেই মোবাইল অথবা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ব্যবহার করে ফসল চাষের নানা সমস্যার সমাধান পাবেন। কৃষকের জানালা এর মূল উদ্ভাবক ও পরিকল্পনাকারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল মালেক, বালাইনাশক নির্দেশিকা এর মূল উদ্ভাবক ও পরিকল্পনাকারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুকল্প দাস এবং কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা এর মূল উদ্ভাবক ও পরিকল্পনাকারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী।

কৃষিসংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী সমন্বয় করা দরকার- কৃষিমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যদি দুই ধরনের তথ্য আসে, বিবিএস একটা বলল আবার মাঠের রিয়েলিটি এক ধরনের, সেখানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অন্তত সমন্বয় বিধান করা দরকার। কৃষি মন্ত্রণালয়েরও একটা স্টাডি আছে, সেটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে নেয়া উচিত। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'চেঞ্জিং সিনারিও অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সেই সাথে শুধু এক বা দুই ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উৎপাদনে বহুমুখিতা আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কৃষিতে যদি আমরা না এগোতে পারতাম তাহলে বাংলাদেশে উন্নতি করা সম্ভব হতো না। তিনি আরও বলেন, আমরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োগ করি। প্রয়োগ সফল হয়েছি বিধায় দেশের মানুষ আজ খেয়ে পড়ে ভালো আছে। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি উৎপাদনে ও কৃষি খাতের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিচ্ছি। পানির যেমন স্বল্পতা থাকবে, তেমনি আবার বন্যা হবে সেটাও মাথায় রেখেই এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি উল্লেখ করেন, এ ব্যাপারে কৃষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না। এ সময় তিনি আলু উৎপাদনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এখন আমরা প্রচুর আলু উৎপাদন করছি। বিশ্বে আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়েছে। আলু রফতানি হচ্ছে। আলু উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানোর জন্য আমরা রফতানিতে প্রণোদনা দিচ্ছি।

অনুষ্ঠানে চেঞ্জিং সিনারিও অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচারের ওপর উপস্থাপন করেন ইফপ্রি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আখতার আহমেদ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য ব্যবহার করে উপস্থাপনাটি দেয়া হয়। কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক খাদ্য ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা এএমএম শওকত আলী। সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)।

রাঙ্গামাটিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শূকরের যত্ন নেয় সে বিষয়ে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া আম, লিচু, নারিকেল ও লেবু চারারও যথাযথ যত্ন নেয়ার জন্যও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে উপপরিচালক রমনী কান্তি চাকমা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সুস্মিতা চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের মাঝে সবজি চারা, স্প্রে মেশিন, জৈবসার, বালাইনাশক বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আসার পর এলাকার জনগণ প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব বৃষ কেতু চাকমা, চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

গাইবান্ধা ফুলছড়িতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

প্রধান অতিথি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) খন্দকার মো. নুরুল আমীন বক্তব্য রাখছেন

গাইবান্ধা ফুলছড়ি উপজেলার চন্দিয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) খন্দকার মো. নুরুল আমীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ কে এম মাউদুদুল ইসলাম, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম এবং সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গাইবান্ধা জেলার উপপরিচালক আ কা ম রুহুল আমিন। প্রধান অতিথি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পণ্য বা সেবা ক্রয়ে কোনো প্রকার প্রতারণার সম্মুখীন হলে প্রতিকারের জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ প্রদান করেন। মতবিনিময় শেষে কৃষিবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া অতিথিবর্গ এআইসিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ক্লাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি ও সবার ব্লাড গ্রুপিং করায় অতিথিবর্গ তাদের সাধুবাদ জানান।

খুলনার দৌলতপুরে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফসল উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. নুরুজ্জামান বলেছেন, বীজই হলো ফসল উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি। ফসল উৎপাদনের জন্য মাটি, আবহাওয়া, মানুষ, পানি সব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। পরিচালক গত ২০ ডিসেম্বর খুলনার দৌলতপুরস্থ ডিএই অডিটরিয়ামে চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ১ম সংশোধনীর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা ২০১৬-১৭ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএইর ফসল উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. নুরুজ্জামান

পরিচালক বলেন, দেশে ১১৭টি ফসলের আবাদ হয়। দেশের বীজের চাহিদার মাত্র শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বিএডিসি সরবরাহ করে থাকে। বাকি ৬০ থেকে ৮০ ভাগ বীজ চাষি নিজে বিভিন্ন মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে ফসল উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। এ কারণেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করে দ্রুত চাষি পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প চালু করেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সরোয়ার জাহান বলেন, দেশের সব উপজেলায় এ প্রকল্প চালু থাকার কারণে স্থানীয়পর্যায়ে কৃষক ভিত্তিবীজ পাচ্ছে এবং উৎপাদনের জন্য যে প্রযুক্তি দরকার তা এ প্রকল্প থেকে সরবরাহ করার ফলে কৃষক দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, খাদ্য উৎপাদনে আমাদের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে তাতে এ প্রকল্পের অবদান রয়েছে। তিনি গবেষণা থেকে রিলিজকৃত সর্বশেষ জাতগুলো চাষিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালকের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সুরজিত সাহা রায় বক্তব্য রাখেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় খুলনা অঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিএডিসি, এসসিএ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের আগমন

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) জনাব সনৎ কুমার সাহা

ফলিত গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের আয়োজনে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লার সহযোগিতায় এবং Transforming Rice Breeding Project এর অর্থায়নে, কুমিল্লা লাকসাম উপজেলা পরিষদ হলরুমে, গত ২৫/১২/১৬ তারিখে ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত, তাই বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা সঠিকভাবে মেটানোর জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ধান চাষ নিশ্চিত করা এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব সনৎ কুমার সাহা, যুগ্ম সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন সরকারের সুপরিকল্পনায়, কৃষক ও কৃষি বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে আমরা এখনও উন্নত বিশ্বের চেয়ে পিছিয়ে আছি। তাই পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং জিংসমৃদ্ধ ধানের চাষ বেশি করে আবাদ করতে হবে। প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কুমিল্লা এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. ভাগ্য রানী বণিক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বিটি বেগুন ও ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–মো.এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উদ্যোগে এবং রবি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিটি বেগুন এবং ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর ৫০ জন কৃষকের এক প্রশিক্ষণ গত ২০ ডিসেম্বর উপজেলার প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. সেলিম হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএই কুষ্টিয়ার উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদ। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. সেলিম হোসেন কৃষির উন্নয়নের জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুণ্ডু বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের দোড়গোড়ায় কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণ পৌঁছে দিয়ে উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান করছেন ও কৃষকদের মধ্যে সার বীজ এবং প্রণোদনা সহায়তা সময়মতো সরবরাহ করছেন বিধায় আজ কৃষিতে দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। এ জন্য তিনি সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সহযোগিতা এবং পদক্ষেপের বিষয় শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেন এবং সেই সাথে উদ্যমী কৃষকের অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

বিটি বেগুন উৎপাদন কৌশল, চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং জমির উর্বরতা সংরক্ষণে ভার্মিকম্পোস্ট এর গুণাগুণ শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুণ্ডু। পাশে উপবিষ্ট কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে টমেটোর ব্যাপক চাষ

–মো. এরশাদ আলী, কৃতসা, রাজশাহী

এ বছর রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় টমেটো ব্যাপক আবাদ হয়েছে। গোদাগাড়ী উপজেলায় এ বছর টমেটো আবাদ হয়েছে ২৪২০ হেক্টর। মাটিকাটা ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি টমেটো আবাদ হয়েছে। মাটিকাটা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আশরাফুল ইসলাম, মো. বেলাল হোসেন ও মাহামুদুল্লার টমেটো চাষ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, সঠিক সময়ে বীজ সংগ্রহ, চারা উৎপাদন ও জমিতে রোপণ বিষয়ে কৃষকদের সজাগ করার জন্য টমেটো আবাদ বেশি হয়েছে এবং আশা করি ফলনও ভালো হবে। বোগদামারীর কৃষক মো. বাবু মাচায় টমেটো আবাদ করে এলাকায় সাড়া ফেলেছেন। তিনি ৬ বিঘা জমিতে মাচায় টমেটো করে ফলন ও দাম বেশি পাচ্ছেন বলে জানান। কারণ মাচায় আবাদ করার ফলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম এবং দাম ও

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এ বছর টমেটোর ব্যাপক আবাদ হয়েছে

চাহিদা বেশি। গোপালপুরের মো. এনামুল হক এ বছর টমেটো আবাদ করে লাভবান হওয়ায় আনন্দিত ।

রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফজলুর রহমান গোদাগাড়ী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার টমেটো ক্ষেত পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি টমেটো চাষিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আগামীতে আরোও বেশি টমেটো আবাদ করে নিজেরা লাভবান হবেন এবং দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। উপজেলা কৃষি অফিসার গোদাগাড়ী কৃষিবিদ মো. তৌফিকুর রহমানের কাছে টমেটো আবাদ বিষয়ে জানতে চাইলে ও তিনি বলেন এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং উপসহকারী কৃষি অফিসাররা তৎপর থাকায় ফলন ভালো ও কৃষকেরা লাভবান হবে তিনি আশাবাদী।

এফএওর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম নগরীর ছাদ ও স্কুল আঙ্গিনায় ফল সবজির প্রদর্শনী বাগান স্থাপন

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও দিনকে দিন শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে। আবাদি জমিতে গড়ে উঠছে বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন। ঘন বসতিপূর্ণ এ দেশে বহুতল ভবনের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে যাওয়ায় নগরীতে সবুজ এখন দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। ব্যক্তি উদ্যোগে নগরীতে পারিবারিক বিনোদন কিংবা অবসর সময় কাটাবার লক্ষ্যে বাড়ির ছাদে বাগান স্থাপন করা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। বিষয়টি সৌখিন পর্যায়ে থাকলেও পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ছাদের বাগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও প্রচার-প্রচারণা।

এ লক্ষ্যে সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর (৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফল বাগান স্থাপন

সার্কের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ-২০১৬ উদযাপন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

সার্কের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ-২০১৬' উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সার্কের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ ২০১৬' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে উদযাপিত হয়। সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার ঢাকার উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কৃষি সংস্থা সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিএআরসি মিলনায়তনে বিকেলে আলোচনা অনুষ্ঠানে কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্ক ও বিমসটেকের মহাপরিচালক জনাব তারেক আহমেদ এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন।

সকালে সার্ক ফ্লাগ স্ট্যান্টে সার্ক দেশসমূহের পতাকা এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় । বিএআরসি ক্যাম্পাসে সুদৃশ্য প্যান্ডেলে স্থাপিত ডাল দিয়ে তৈরি খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদিক। পরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিএআরসি মিলনায়তনে টেকনিক্যাল সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। টেকনিক্যাল সেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ দেন সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের পরিচালক ড. এস এম বখতিয়ার। অনুষ্ঠানে Pulse Strategy for Sustainable Food and Nutrition Security in SAARC Regional বিষয়ক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিসরের ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইলেন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিশনের নির্বাহী সচিব ড. মোহন সি. সাক্সেনা। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ-২০১৬ উদযাপনের এ অনুষ্ঠানে ৬টি ডালবিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় ।

এফএওর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম নগরীর ছাদ ও স্কুল আঙ্গিনায় ফল সবজির প্রদর্শনী বাগান স্থাপন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামে বাস্তবায়ন করছে *Urban Horticulture Project.* এ পাইলট প্রকল্পের আওতায় নগরী বাছাইকৃত ও আগ্রহী ভবন মালিকদের ১৫০টি ছাদের প্রতিটিতে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সবজি ও ফলের পরিকল্পিত আবাদ স্থাপন করার কাজ চলছে। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নগরীর নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় (বালক) এবং আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের খোলা জায়গায় পরিকল্পিত ফল ও সবজির বাগান স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও আর ১০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিজস্ব টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে টবে বা স্কুল আঙ্গিনায় সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহের দায়িত্বে আছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং বেসরকারি সংস্থা আইডিএফ।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(সাত বছরের সাফল্য)

বরেন্দ্র অঞ্চল মূলত রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এসব এলাকার জলবায়ু অত্যন্ত রুক্ষ। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম। বিগত দিনে এ অঞ্চলের কৃষিকাজ মূলত বৃষ্টিনির্ভর ছিল বিধায় বছরে একটি ফসল উৎপন্ন হতো। ফলে এসব এলাকার জনসাধারণ চরম দরিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করত। মাটির গঠন এবং কম বৃষ্টিপাতের কারণে এসব অঞ্চলে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচকাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সনে বিএডিসির অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) ও ১৯৯২ সালে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) ২য় পর্যায় দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয়। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের সফলতার বিবরণী নিম্নরূপ-

- গত সাত বছরে মোট ৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০টি; ২০১০-১১ অর্থবছরে ১০টি; ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯টি; ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭টি; ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮টি; ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮টি এবং চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ১২টি;
- এ সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে সেচ ব্যবস্থাপনায় পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ, পরিমিত ব্যয়ে সেচের পানি সরবরাহ এবং সরকারি রাজস্ব আদায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বোরো ধানে বেশি পরিমাণ সেচের পরিবর্তে সময়মতো ও প্রয়োজনমাফিক সেচ প্রদানে কার্যকরী পদ্ধতি AWD (Alternate Wetting & Drying) কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ দিবস পালন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৩০৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ২৫৩২টি দীর্ঘদিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকা গভীর নলকূপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে ১.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসায় প্রতি বছর ৬.৭৫ লক্ষ মেট্রিকটন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিটি গভীর নলকূপে ৬১০ মিটার করে মোট ৬৩৪১টি নতুন ভূগর্ভস্থ (মাটির চার ফুট নিচে) সেচনালা নির্মাণ এবং ১৩৯৮টি ভূগর্ভস্থ সেচনালার প্রতিটি ৩৯০ মিটার করে বৃদ্ধির ফলে ৪৫০ হেক্টর কৃষি জমি সাশ্রয়সহ অতিরিক্ত ৭০০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে;
- ৯০৭ কিলোমিটার খাল ও ২৯৬টি পুকুর পুনঃখনন করে ভূ-উপরিস্থ পানি (Surface Water) দ্বারা প্রায় ৪০০০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক (Supplementary) সেচ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে বছরে প্রায় ১.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে;
- প্রতি বছর ৫০০ মেট্রিক টন উন্নত জাতের ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ৬৪৬৯টি গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এসব মিটার স্থাপনের ফলে কৃষকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সেচ দিচ্ছে। এতে পানির অপচয় রোধ হয়েছে ও সেচের ব্যয় কমেছে;
- ৮৫৩টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করে প্রায় ৭ লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১০০টি পাতকুয়া খনন এর ফলে প্রায় ১০০০০ জন গ্রামীণ জনসাধারণ পানি পান করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া খননকৃত পাতকুয়ার পানি দ্বারা স্বল্প পরিসরে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- গ্রামাঞ্চলে ২৮৭ কিমিঃ পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করার ফলে উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রায় ২৯.২৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। (সংকলিত)

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণকারী হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যান্ত্রিক বহরের মাধ্যমে তুলে ধরে মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি। উল্লেখ্য, কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রতি বছর যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীর সাজসজ্জার কাজটি করে থাকে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়।

পুষ্টি কর্নার : ডালিম

ডালিম একটি পুষ্টিকর আয়রন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। এতে ভিটামিন 'সি' রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ডালিমে জলীয় অংশ ৮০.৯ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, আশ ৫.১ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৭৪ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৬ গ্রাম, সামান্য চর্বি, শর্করা ১৬.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০২ মিলিগ্রাম, সামান্য পরিমাণে ভিটামিন বি২ ও ভিটামিন 'সি' ২৬ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ডালিমের রস কুষ্ঠরোগের উপকারে আসে। গাছের বাকল, পাতা, অপরিপক্ব ফল এবং ফলের খোসার রস পাতলা পায়খানা, আমাশয় ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। বাংলাদেশে ডালিমের কোনো অনুমোদিত জাত নেই। ডালিমের বিখ্যাত জাতের মধ্যে স্পেনিশ রুবি, ওয়ান্ডারফুল, মাসকেট রেড উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সর্বত্রই বসতবাড়িতে ডালিমের চাষ হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও রংপুরে বেশি উৎপন্ন হয়। ফল হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন রোগনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়। শরবত, জ্যাম তৈরিতেও ডালিম ব্যবহৃত হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক

কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান

জনাব মো. মনজুরুল হান্নান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে বিএসসি ইন এগ্রিকালচার (সম্মান) কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৮২ সালের ১০ মার্চ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। চাকরি জীবনে তিনি উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের, প্রশাসন ও অর্থ উইং এ পরিচালকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১২ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন।

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত